বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

বহিঃখাতঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

রেমিট্যান্স প্রবাহ (মিলিয়ন ডলারে)

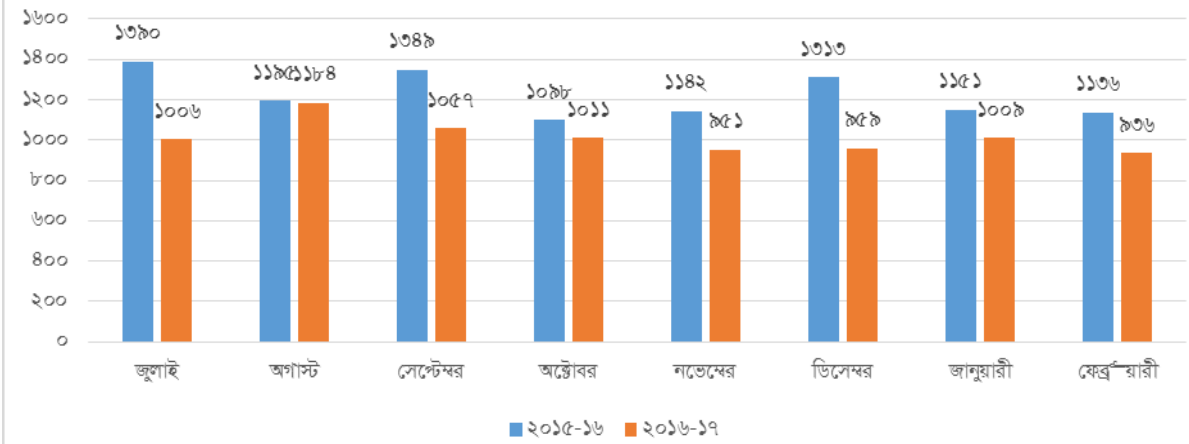

লেনদেনের ভারসাম্য পরিস্থিতি (মিলিয়ন ডলারে)

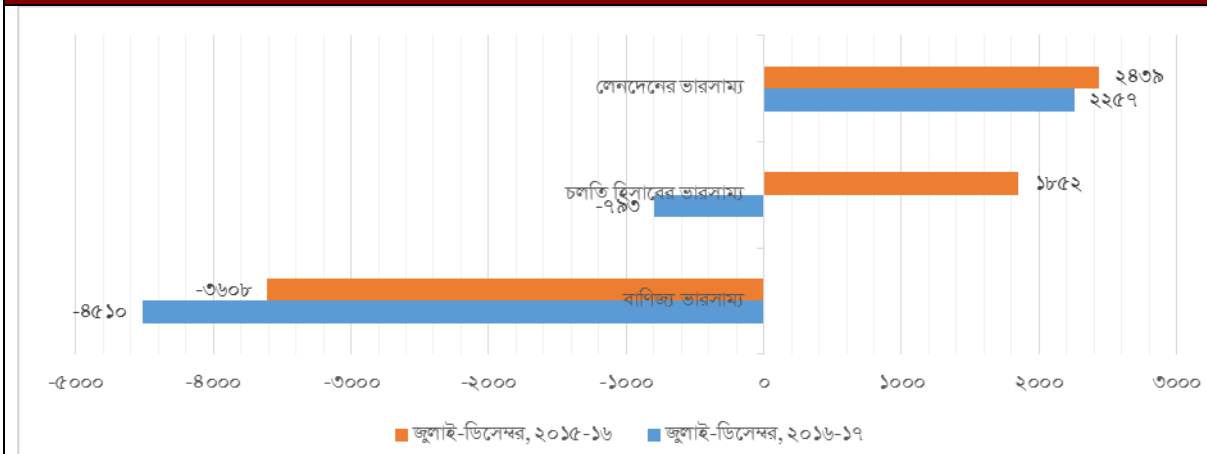

উৎসঃ উন্নয়ন অন্বেষণ,' *বহিঃখাতঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ*', ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় সাম্প্রতিক সময়ে বহিঃখাতের দুটি প্রধান সূচক - রপ্তানি ও প্রবাসী আয় - এ ক্রমহ্রাসমানতা ও এর ফলে সৃষ্ট চলতি হিসাবে ঘাটতি বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

কাঠামোগত ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রচলিত বাণিজ্য ও শিল্পনীতির আশু পুনঃ নিরীক্ষণের তাগিদ দিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কৌশল গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যা উৎপাদনযোগ্য সম্পদ ও উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উৎপাদন সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে।

সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহে আশংকাজনক অবনতির কথা উলেণ্ঢখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্র"য়ারী সময়ের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময় রেমিট্যান্স প্রবাহ ১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৮১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে মাসিক ভিত্তিতে বর্তমান অর্থবছরের ফেব্র"য়ারী মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ সর্বনি¦ ৯৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়, যা গত অর্থবছরের ফেব্র"য়ারী মাসের তুলনায় ১৭.৬ শতাংশ কম।

রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাসের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি বিশেষ করে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' সতর্ক করে। রেমিট্যান্স নির্ভর গ্রামীণ পরিবারগুলোর আয়ের একটি বড় অংশ ভোগ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান রেমিট্যান্স প্রবাহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টির মাধ্যমে মানব উন্নয়নকে বাধাগ্র"স্ড় করতে পারে। টাকা স্থানান্ড়রের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও কূটনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধির উপর গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ গুর"ত্ব আরোপ করে।

রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসের ৮.২৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম সাত মাস অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে ৪.৩৬ শতাংশ হয়েছে। ক্রমবর্ধমান তৈরি পোশাক রপ্তানি নির্ভরতার পাশাপাশি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের ও রপ্তানি পণ্যে বিচিত্রতার অভাব বহিঃখাতের সার্বিক কর্মদক্ষতাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে শিল্পকাঁচামাল আমদানির জন্য নতুন প্রত্যয়পত্র (লেটার অফ ক্রেডিট) বা এলসি খোলার হার হ্রাস পেয়েছে যা শিল্পখাতে কর্মচাঞ্চল্যে শণ্ঢথ গতির নির্দেশ করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময় শিল্পকাঁচামাল আমদানির জন্য নতুন এলসি খোলার হার ১.৯১ শতাংশ কমেছে। বর্তমানে বেকারত্ব ও বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের স্থবিরতার চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি শিল্পকাঁচামাল আমদানি হ্রাস অর্থনীতিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি ব্যহত করতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্ড়ব্য করে।

গত অর্থবছরের প্রথমার্ধের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের প্রথমার্ধে বৈদেশিক সাহায্যের মোট ও নীট পরিমান হ্রাস পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে মোট বৈদেশিক সাহায্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরের একই সময়র তুলনায় ১৩.৯৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে, বর্তমান অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে নীট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমান এর আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.২১ শতাংশ হ্রাস পায়।

সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস, মোট আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক ও সেবাখাত থেকে আয়ের হ্রাসমান প্রবণতার ফলে বর্তমান অর্থবছরের তৃতীয় মাস থেকে চলতি হিসাবে ধারাবাহিকভাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ের ১৮৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৭৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও লেনদেনের ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধের ২৪৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের একই সময়ে ২২৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।